১২। রবি ২০১৭-১৮ মরশুমে জেলা ভিত্তিক বীমা প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থা :

নিযুক্ত বীমা কোম্পানী	জেলার নাম
রিলায়েন্স জিআইসি লিমিটেড	জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কুচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলী, উত্তর চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর এবং ঝাঁকুড়া।

প্রকৃতির খামখয়ালিপনা থেকে ফসলকে রক্ষা করবার জন্য সমস্ত কৃষককেই ফসল বীমা প্রকল্পের (PMFBY/BFBY) সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। এই প্রকল্পর সুযোগ পেতে

১) অবশ্যই বিজ্ঞাপিত ফসলকে বীমার আওতায় আনতে হবে

২) কেসিসি থাকলে ঋণ এবং বীমা দুটো কাজই সহজ হবে

৩) কেসিসি না থাকলেও ফসল বীমা করা যাবে

৪) ঋণী কৃষকরা ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন

১৩। প্রয়োজনে কৃষকরা ফসলবীমার ব্যাপারে কার সঙ্গে যোগাযাগ করবেন ?

এলাকার ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, ব্লকের / মহকুমার / জেলার কৃষি আধিকারিক, বীমা কোম্পানীর প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

*****

জেলা :

মহকুমা :

কৃষকের শক্তি কেসিসি

বিমার জন্য আপনার নিকটতম রিলায়েন্স জেনারেল ইনসিয়োরেন্স শাখা অথবা আমাদের এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

রাজ্য সরকারের থেকে অধিক তথ্যের জন্য মাটির কথার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নি:শুল্ক ফোন নং : ১৮০০-১০৩-১১০০ অথবা ভারত সরকারের থেকে অধিক তথ্যর জন্য নি:শুল্ক ফোন নং : ১৮০০-১৮০-১৫৫১ কিংবা ভিজিট করুন www.agri-insurance.gov.in অথবা বীমা কোম্পানীর নি:শুল্ক ফোন নং : ১৮০০-২৭০-০৪৬২ তে যোগাযোগ করুন কিংবা ভিজিট করুন www.reliancegeneral.co.in

RELIANCE GENERAL INSURANCE

RGI/MCOM/CO/RABI/PFBY-BRO-BANGALI/Ver. 1.0/011217

ঝুঁকির বিষয়সমূহ, নিয়ম ও শর্তাবলি, অপবর্জনসমূহ সম্বন্ধে অধিক বিবরণের জন্য দয়া ক'রে বিক্রয় সম্পন্ন করার পূর্বে বিক্রয় পুস্তিকা মনোযোগ দিয়ে পড়ুন
আইআরডিএআই রেজিস্ট্রেশন নং. ১০৩
রিল্যায়েন্স জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : এইচ ব্লক, ১ম তল, ধীরুভাই অম্বানি নলেজ সিটি, নবী মুম্বই - ৪০০৭১০
কর্পোরেট অফিস : রিল্যায়েন্স সেন্টার, সাউথ উইং, ৪র্থ তলা, ওয়েষ্টার্ণ এক্সপ্রেস হাইওয়ের পাশে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই ৪০০০৫৫
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর U66603MH2000PLC1283000
ইউ. আই. নম্বর IRDAN103P0001V01201617
প্রদর্শিত ট্রেড লোগো অনিল ধীরুভাই আম্বানি ভেঞ্চার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর এবং এটা রিলায়েন্স জেনারেল ইনসিয়োরেন্স কোম্পানি লিমিটেড দ্বারা ব্যবহারেরলাইসেন্সের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে
RGI/MCOM/CO/RABI/PFBY-BROCHURE-BANGALI/Ver. 1.0/011217

An ISO 9001:2008 Certified Company

A RELIANCE CAPITAL COMPANY

প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা/ বাংলা ফসল বীমা যোজনা

করলে ফসল বীমা, কমবে দুর্গতির সীমা

RELIANCE GENERAL INSURANCE

দ্বারা বিতরিত

১। ফসলবীমা বলতে আমরা কি বুঝি ?

কৃষিকার্যে নিযুক্ত সকলেই একই ঝুঁকির (বন্যা, খরা, ঝড়, বৃষ্টি, দাবানল, কীটপতঙ্গ ও রোগের প্রকোপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ) সাথে যুক্ত । ফসল বীমা প্রকল্প অনেকের নিকট থেকে অল্প করে কিছু অর্থ নিয়ে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের অর্থ প্রদান করে।

২। বর্তমানে আমাদের রাজ্যে কোন্ ফসলবীমা যোজনা চালু আছে ?

বর্তমানে (২০১৭-১৮ রবি মরশুম) আমাদের রাজ্যে বাংলা ফসল বীমা যোজনা (BFBY) / প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা (PMFBY) চালু আছে।

৩। ফসলবীমা করলে সুবিধা কি ?

ফসলবীমা যোজনার মাধ্যমে বীমাকারী কৃষকদের প্রাকৃতিক কোন কারণে ফসলের ক্ষতি হলে কিছুটা আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকেন । এর ফলে ঋণী কৃষকদের পরবর্তী মরশুমে ফসল চাষে তার ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা যেমন বেশী হয় তেমনই চাষের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেন । অন্যদিকে ঋণদান সংস্থাগুলি ঋণপ্রদান ব্যবসায় উপকৃত হন।

৪। কখন কি ভাবে কোথায় বীমা করতে হবে :

যাঁরা চাষের জন্য কোন ঋণদান সংস্থা, যেমন বানিজ্যিক, গ্রামীণ বা কোঅপারেটিভ ব্যাংক থেকে ঋণ নেন তাঁদেরকে ঋণ দেওয়ার সময় ফসলকে বীমার আওতায় আনা হয় ।

অঋণী কৃষকদর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণদান সংস্থায় (ব্যাংক) একটি অ্যাকউন্ট খুলে বিজ্ঞাপিত এলাকায় বিজ্ঞাপিত ফসল চাষ করছেন তার প্রমান পত্র সহ একটি ফর্ম পূরণের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদন করার সময় নিম্নলিখিত নথিপত্র জমা করা আবশ্যক।

১. আধার কার্ড/আধার এনরোলমেন্ট আই ডি স্লিপের প্রতিলিপি (আধার এনরোলমেন্ট আই ডি স্লিপের ক্ষেত্রে ভোটার আই ডি কার্ড/ড্রাইভিং লাইসেন্স/ব্যাঙ্ক পাসবই/ফটো সহ কে সি সি পাসবই/এন আর ই জি এ জব কার্ড এর প্রতিলিপি জমা দিতে হবে)।

২. ব্যাঙ্ক পাসবইয়ের প্রতিলিপি সহ ব্যাঙ্ক অ্যাকউন্ট নম্বর

৩. জমির দলিল/খতিয়ান/পরচা/পাট্টা/ট্যাক্স রিসিপ্টের প্রতিলিপি

রবি, ২০১৭-১৮ মরশুমে ঋণী এবং অঋণী কৃষক উভয় ক্ষেত্রে আবেদন করার নির্দিষ্ট সময় ৩১ শে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ।

৫। কোন্ কোন্ ফসলের জন্য বীমা করা যাবে :

২০১৭ - ১৮ সালে রবি মরশুমে বোরো ধান, আলু, গম, সর্ষে, তিল, ভুট্টা, মুসুর, ছোলা, গরম কালের মুগ, বাদাম এবং আখ এই ফসল গুলিকে বীমা প্রকল্পের আওতায় এন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ।

৬। কোন্ ফসল কোন্ স্তরে বিজ্ঞাপিত :

২০১৭-১৮ সালের রবি মরশুমে বোরো ধান এবং কিছু ক্ষেত্রে আলু পঞ্চায়েত স্তরে এবং বাকি ফসল গুলি ব্লক স্তরে বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

৭। কত টাকা পর্যন্ত বীমা করা যাবে :

এক হেক্টর জমিতে কোন ফসল কোন এলাকায় চাষ করতে গেলে যত টাকা খরচ হয় তার উপর নির্ভর করে স্কেল অফ ফিন্যান্স ঠিক করা হয়। বর্তমান জমির পরিমাণ ও স্কেল অফ ফিন্যান্স ধরে বীমা রাশির পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয় ।

৮। প্রিমিয়াম হার কেমন :

আমাদের রাজ্যের কৃষকদের আর্থিক অবস্থা এবং প্রাকৃতিক দুর্যাগের কথা ভেবে পশ্চিম বঙ্গ সরকার গত কয়েক বছর সব ফসলের (আখ ও আলু বাদে) কৃষকদের দেয় প্রিমিয়ামের অর্থ বহন করছেন । এই সুবিধা এখন পর্যন্ত এই রাজ্যেই চালু হয়েছে।

৯। বীমার আওতায় কোন কোন ক্ষতির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ পাওয়া সম্ভব।

- বহুবিস্তৃত বিপর্যয়ের (Widespread calamity) কারণে বিজ্ঞাপিত এলাকার উৎপাদনের ক্ষতি। ক্রপ কাটিং এক্সপেরিমেন্ট (CCE) এর মাধ্যমে এই ক্ষতির মূল্যায়ন করা হয়।

- বিজ্ঞাপিত এলাকায় মরসুমের মধ্যে কোনো প্রতিকুলতার (যেমন বন্যা, দীর্ঘকালীন অনাবৃষ্টি খরা ইত্যাদি) কারণে প্রত্যাশিত উৎপাদনের ক্ষতি (প্রত্যাশিত উৎপাদন অবম উৎপাদনের (Threshold Yield) ৫০% এরও কম হলে)। এক্ষেত্রে বীমা কোম্পানি ও কৃষি বিভাগর প্রতিনিধিরা যুগ্ম নিরীক্ষণের মাধ্যম সঠিক ক্ষতির পরিমান নির্ধারণ করবন।

- বিজ্ঞাপিত এলাকার মোট যে পরিমান জমিতে বিজ্ঞাপিত ফসল বপন করা হয়েছে/হবে তার ৭৫% বেশি জমিতে বহুবিস্তৃত বিপর্যয়ের (Widespread calamity) কারণে যদি ফসল বপন করা না যায়/অথবা বপন করার পর প্রাথমিক পর্যায়ে নষ্ট হয়ে যায়।

- ঘূর্ণিঝড়, ঘূর্ণিঝড়ের কারণে হওয়া বৃষ্টি অথবা অসময়ের বৃষ্টির কারণে কোনো কৃষকের বীমাকৃত ফসল কেটে জমিতে ছড়িয়ে রাখা অবস্থায় হওয়া ক্ষতি।

- ভূমিস্থলন, শিলাবৃষ্টি এবং জল জমার কারণে (স্থানীয় ঝুঁকি) কোনো কৃষকের বীমাকৃত ফসলের ক্ষতি।

- (স্থানীয় ঝুঁকি অথবা ফসল কাটার পর ঘূর্ণিঝড়, ঘূর্ণিঝড়ের বৃষ্টি অথবা অসময়ের বৃষ্টির কারণে হওয়া ক্ষতির মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কৃষককে এলাকার ব্যাঙ্ক/সমরায় ব্যাঙ্ক/ব্লকের অথবা মহকুমার/জেলার কৃষি আধিকারিক অথবা বীমা কোম্পানির প্রতিনিধিকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে লিখিত ভাবে জানাতে হবে।)

১০। কোথা থেকে ক্ষতির অর্থ পাওয়া যাবে :

যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বীমা করা হয়েছিল সেখান থেকেই ক্ষতিপূরণের অর্থ পাওয়া যাবে । অর্থ সরাসরি চাষীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে যাবে ।

১১। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করলে কি সুযোগ পাওয়া যাবে

১। ফসলের জন্য ঋণ কেবল মাত্র ৪% বার্ষিক সুদে

২। এছাড়াও ৩০% পর্যন্ত অন্যান্য ঋণ

৩। ফসল বীমার অধীন অবধারিত সংযুক্তি

৪। ৫ বছরের জন্য একবার অনুমোদন

এর ফলে কৃষক একই সঙ্গে কম খরচে ও সহজে ফসল বীমা পাবেন। যে সব কৃষকের কেসিসি আছে অথবা নেই তাঁরা সবাই ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করে কেসিসি-র সহযোগ নিলে লাভবান হবেন ।